কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের এপ্রিল, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

তারিখ : ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিঃ।

সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'-তে দেখানো হলো ।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১.	গত ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	গত ২৭/০৩/২০১৯ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী-তে কোন সংশোধনী না থাকায় নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়। **সিদ্ধান্ত-১**: ২৭/০৩/২০১৯ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা।
২.	**বাজার দর পর্যালোচনাঃ** ঢাকা শহরে মসুর (দেশী), পিঁয়াজ (আমদানীকৃত), রসুন (দেশী), বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, কাঁচা পেঁপে, টমেটো, আলু (হল্যান্ড) ও মুরগী (ব্রয়লার)-এর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ০৭টি বিভাগে আটা (প্যাকেট), মসুর ডাল (দেশী ও আমদানীকৃত), আলু (হল্যান্ড সাদা), পিঁয়াজ (দেশী ও আমদানীকৃত), রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (দেশী ও আমদানীকৃত), কাঁচা মরিচ, কাঁচা পেঁপে, করলা/উচ্ছে, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো ও মুরগী (ব্রয়লার)-এর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাজার মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) সভায় ঢাকা মহানগরী এবং ঢাকা মহানগরীর সাথে ০৭টি বিভাগের তুলনামূলক ০২টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন (পরিশিষ্ট-'খ')। বাজার দর পর্যালোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		১: (ক) যে সকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে মসুর ডাল (দেশী ও আমদানীকৃত), পিঁয়াজ (দেশী ও আমদানীকৃত), রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (দেশী ও আমদানীকৃত), বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, কাঁচা পেঁপে, টমেটো, আলু (হল্যান্ড সাদা), করলা/উচ্ছে ও মুরগী (ব্রয়লার)-সহ সকল কৃষিপণ্যের দাম সহনীয় রাখার লক্ষ্যে বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ মনিটরিং জোরদার করবেন এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যাসহ যথাসময়ে সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে ফোনে মহাপরিচালককে অবহিত করতে হবে। (খ) ভিন্ন-ভিন্ন জেলায় বাজার দরের তারতম্যের কারণ নির্ধারণের জন্য জেলাসমূহে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং প্রতিটি পণ্যের মূল্য যাচাই-বাছাই-এর লক্ষ্যে ক্রস চেক করতে হবে। (গ) রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে জরুরী ভিত্তিতে সভা আহবান করতে হবে এবং এ বিষয়ে সভার নির্দেশনা	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)। উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)। উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	(সকল)।
৩.	**বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান শাখাঃ** জেলা হতে যৌক্তিক মূল্যের প্রাপ্ত প্রতিবেদন ৬৪টি। যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন সন্তোষজনক।	১: (ক) অতিদ্রুত কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও বিধিমোতাবেক কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তবে রমজান উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের এ বিষয়ে ধারণা প্রদান ও যৌক্তিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে অনুরোধ করতে হবে। (খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ বিভাগীয় ও জেলা সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণপূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিষয়ে একটি Presentation উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (গ) যেসকল জেলায় উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য রয়েছে তা কিভাবে বাজারজাত করা যাবে এ বিষয়ে বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং পরবর্তীতে সদয় দপ্তরে একটি সভার আয়োজন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)। উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
৪.	**গবেষণা শাখা** সারাদেশে হিমাগারের সংখ্যা ৩৬৪টি, মোট ধারণ ক্ষমতা ২৮.৩৩৫ লক্ষ মেঃ টন। সভায় গবেষণা শাখা কর্তৃক বর্তমান অর্থবছরে ৬টি ফসলের Value Chain Analysis-কার্যক্রমের অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় ৪টি ফসলের Value Chain Analysis-কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	১: (ক) আম ও ফুলের Value Chain Analysis সম্পন্নপূর্বক মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করতে হবে এবং গবেষণা শাখার কার্যক্রম আরোও উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। (খ) যেসকল জেলা হতে রাইচ মিলের তথ্য পাওয়া যায়নি সেসকল জেলার তথ্যাদি দ্রুত সংগ্রহপূর্বক Compile-এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (গবেষণা)। উপ-পরিচালক (গবেষণা)।
৫.	**আরইটিসি শাখা** সারাদেশে মোট প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা ৯৪৯টি। মার্চ/১৯ মাসে লাইসেন্স বাবদ আদায়-১৬,৮০,৩০০/- টাকা। ফেব্রুয়ারী/১৯ মাসের চেয়ে মার্চ/১৯ মাসে ৩.৬৩% রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।	১: (ক) নতুন-নতুন ব্যবসায়ীকে লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন পূর্বক লাইসেন্সের সংখ্যা ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সমন্বয় সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্রশিক্ষণের নির্দেশনা ও বরাদ্দ অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)। উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
৬.	**নীতি ও পরিকল্পনা শাখা** ০১টি প্রকল্প ও ১টি কর্মসূচীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। চালু প্রকল্প ০৩টি, চালু কর্মসূচী ০২টি। চলমান প্রকল্প/কর্মসূচী যথাসময়ে বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১: (ক) প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার বিষয়ক অনুমোদিত কর্মসূচীর ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (খ) আম, আনারস, কলা ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে (স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে) একটি প্রকল্প প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) বাজার দর প্রদর্শনের জন্য অন-লাইনে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন কর্মসূচী সম্প্রসারিত আকারে নিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। (ঘ) নতুন প্রকল্প দুটির (ফুল ও ইফাদ) সকল করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ-কে পত্র দিতে হবে।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)। উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)। উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)। উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
৭.	**গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা** মোট গুদাম ৮১টি, শস্য জমার পরিমান ২,০৪৮ মেঃ টন, ঋণ বিতরণ ১০৩.৮৬ লক্ষ, এফডিআর ৩৩.২৪ লক্ষ, গুদামের সঞ্চয়ী হিসাবে রক্ষিত ১৫.১৮ লক্ষ, মোট তহবিল ৪৮.৪৩ লক্ষ টাকা, ঋণ খেলাপী গুদামের সংখ্যা ১৬টি, খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৬৮.০২ লক্ষ টাকা।	১: (ক) শস্য গুদাম সম্প্রসারণ, অর্থ আদায় এবং গুদাম-এর নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) গুদাম পরিদর্শনের লক্ষ্যে গঠিত ১০টি টিমের প্রতিবেদন পাওয়ার পর করণীয় নির্ধারণ পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে আগামী ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভার আয়োজন করতে হবে। (গ) যেসকল জেলা হতে ওয়্যার হাউজ-এর (সরকারী/বেসরকারী) তালিকা এখনও প্রেরণ করে নাই (১৮টি জেলা) সেসকল জেলা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে পূণরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) বাতিলকৃত ১৭টি গুদামের এফডিআর (গুদাম তহবিল) জরুরী ভিত্তিতে আপদকালীন সহায়তা ফান্ডে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউএনও বরাবর পত্র দিতে হবে। (ঙ) আগামী ১৫ মে, ২০১৯ তারিখের মধ্যে শগঋক-এর নীতিমালায় কোন পরিবর্তন/সংশোধন করতে হবে কিনা তা জানানোর জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও গুদাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)। উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)। উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)। উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)। উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)।
৮.	অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন। মোট অডিট আপত্তি-০৯টি, ব্রডশীট জবাব-০৯টি, অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন ৫২টি অফিস। প্রদত্ত প্রতিবেদন ৫২টি।	১: (ক) বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ জেলা অফিসমূহ নিয়মিতভাবে মনিটরিং করবেন। (খ) অনিস্পন্ন ০৯টি অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে হিসাব শাখা হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে রাজস্ব খাত হতে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। হিসাব শাখা। হিসাব শাখা।
৯.	ICT শাখা ই-ফাইলে সদর দপ্তরে প্রাপ্ত ডাক ১,৩২৩, ই-ফাইলে নিস্পন্ন ১,৩২৬, ই-ফাইলে পত্র জারী ১৮৪টি। এছাড়া ঢাকা বিভাগে ১১৭টি, বরিশালে ৪৭টি, চট্রগ্রামে ৬৯টি, রাজশাহী ৩৫টি, খুলনায় ১৩১টি, রংপুরে ৫৯টি ও সিলেট ৪৭টি পত্র ই-ফাইলে জারী করা হয়েছে।	১: (ক) জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় হতে কমপক্ষে ৫০% পত্র ই-ফাইলে প্রেরণ করতে হবে। (খ) যে সকল জেলায় অদ্যবধি ই-ফাইলে কার্যক্রম শুরু করা হয়নি সে সকল জেলায় দ্রুত কার্যক্রম শুরুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দপ্তরের নাম পরিবর্তনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে ই-নথির আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি)। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি)। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি)। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১০.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সাথে সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালকদের মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন সমঝোতা স্মারক।	১: (ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের APA-চুক্তি অনুযায়ী সকল বিভাগের উপ-পরিচালক এবং সদর দপ্তরের সকল শাখা প্রধানগণ তাঁদের স্ব-স্ব সূচকের আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০% কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক প্রমাণকসহ প্রতিবেদন প্রেরণ এবং প্রত্যেক সমন্বয় সভায় মাসিক অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন। (খ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের APA'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে সংযুক্ত প্রমাণকসমূহ যেন বস্তুনিষ্ঠ হয় সে বিষয়টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ নিশ্চিত করবেন। (গ) সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী APA'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।	APA ফোকাল পয়েন্ট। শাখা প্রধান (সকল)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালক। APAফোকাল পয়েন্ট। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। APAফোকাল পয়েন্ট। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
১১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে SDG বিষয়ে সচেতনতা, সম্যক ধারণা লাভ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে একটি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজনের জন্য সভায় একমত পোষন করা হয়।	(১) SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে ইতোমধ্যে মনোনীত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের মে/২০১৯ মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।
১২.	শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি।	১: (ক) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শুদ্ধাচর বিষয়ে পৃথক সভা অনুষ্ঠানসহ মাসিক সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয়ে Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে সদর দপ্তরে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
১৩.	তথ্য অধিকার আইন।	(১) তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার (সদর দপ্তর)।
১৪.	সেন্ট্রাল মার্কেট পরিচালনা	(১) ১৫/১১/২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেন্ট্রাল মার্কেট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক ঢাকা।
১৫.	ইনোভেশন টিম	(ক) ইনোভেশন আইডিয়া ব্যাংক সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ উদ্ভাবনমূলক আইডিয়া সৃজনপূর্বক সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে এবং সেই তালিকা হতে যাচাই-বাছাই করে ওয়েব-সাইটে প্রকাশ অব্যাহত রাখতে হবে।	ইনোভেশন অফিসার। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ইউসুফ)
মহাপরিচালক
E-mail: dg@dam.gov.bd